9036 - তারাবীর নামাযরে রাকাত সংখ্যা

প্রশ্ন

আমি প্রশ্নটি আগওে করছেলিাম। আশা করি এর উত্তর দয়িে আমাকে উপকৃত করবনে। কারণ এর আগে আমি সন্তোষজনক জবাব পাইনি। প্রশ্নটি তারাবীর নামায সম্পর্কে। তারাবীর নামায কি ১১ রাকাত, নাকি ২০ রাকাত? সুন্নাহ অনুযায়ী তো তারাবীর নামায ১১ রাকাত । শাইখ আলবানী রহমিাহুল্লাহ "আলক্বয়িাম ওয়াত তারাউয়ীহ" বইতে বলছেনে তারাবী নামায ১১ রাকাত। এখন কছিু মানুষ সসেব মসজদিে নামায পড়নে যখোনে ১১ রাকাত তারাবী পড়া হয়। আবার কছিু মানুষ সসেব মসজদিে নামায পড়নে যখোনে ২০ রাকাত তারাবী পড়া হয়। এখানে যুক্তরাষ্ট্রে এটি একটি সংবদেনশীল মাসয়ালা হয়ে দাঁড়য়িছে। যনিি ১১ রাকাত তারাবী পড়নে তনিি ২০ রাকাত সালাত আদায়কারীকে ভৎর্সনা করনে। আবার যনিি ২০ রাকাত তারাবী পড়নে তনিি ১১ রাকাত সালাত আদায়কারীকে ভৎর্সনা করনে। এটা নয়িে একটা ফতিনা (গালেযোগ) সৃষ্টি হয়ছে। এমনকি মসজদিে হারামওে ২০ রাকাত তারাবী পড়া হয়। তাহলে মসজদিে হারাম ও মসজদিে নববীতে সুন্নাহর বপিরীত আমল হচ্ছে কনে? কনে তাঁরা মসজদিে হারাম ও মসজদিে নববীতে ২০ রাকাত তারাবী নামায আদায় করনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলমেদরে ইজতহিাদনর্িভর মাসয়ালাগুলো নয়িে কোন মুসলমিরে সংবদেনশীল আচরণ করাকে আমরা সমীচীন মনে করি না। যে আচরণরে কারণে মুসলমানদরে মাঝে বভিদে ও ফতিনা সৃষ্টি হয়।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রহমিাহুল্লাহকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হয় যনিি ইমামরে সাথে ১০ রাকাত তারাবী নামায পড়ে বতিরিরে নামাযরে অপক্ষোয় বসে থাকনে, ইমামরে সাথে অবশষ্টি তারাবী নামায পড়নে না, তখন তনিি বলনে:

"এটি খুবই দুঃখজনক যে, আমরা মুসলমি উম্মাহর মধ্যে এমন একটি দল দখেি যারা ভন্নি মতরে সুযোগ আছে এমন বষিয় নয়িে বভিদে সৃষ্টি করনে। এই ভন্নি মতকে তারা অন্তরগুলোর বচ্ছিদেরে কারণ বানয়িে ফলেনে। সাহাবীদরে সময়ওে এই উম্মতরে মাঝে মতভদে ছলি, কন্তিু তা সত্ত্বওে তাঁদরে অন্তরগুলো ছলি ঐক্যবদ্ধ। তাই দ্বীনদারদরে কর্তব্য, বশিষেভাবে যুব-সমাজরে কর্তব্য হচ্ছে- ঐক্যবদ্ধ থাকা। কারণ শত্রুরা তাদরেকে নানারকম ফাঁদে ফলোনোর জন্য ওঁত পতেে বসে আছে।"[আশ-শারহুল মুমতি' (৪২২৫)]

এই মাসয়ালার ব্যাপারে দুই পক্ষই অতরিক্তি বাড়াবাড়ি করে। প্রথম পক্ষরে লোকেরো যারা ১১ রাকাতরে বশেি তারাবী

পড়নে তাদরে আমলকে একবোরে অস্বীকার করে এ আমলকে বদিআত আখ্যায়তি করনে। আর দ্বতিীয় পক্ষরে লোকেরো যারা শুধু ১১ রাকাতে সীমাবদ্ধ থাকনে তাদরে আমলকে অস্বীকার করে বলনে: তারা ইজমা‘ এর খলোফ করছে।

চলুন আমরা এ ব্যাপারে শাইখ ইবনে উছাইমীন রহমিাহুল্লাহ এর উপদশে শুনি, বলনে:

“এ ক্ষত্রেে আমরা বলব: বাড়াবাড়ি বা শথিলিতা কোনটাই উচতি নয়। কউে কউে আছনে সুন্নাহ্ তে বর্ণতি সংখ্যা মানার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করনে এবং বলনে: সুন্নাহ্ তে যে সংখ্যার বর্ণনা এসছে তা থকেে বাড়ানো নাজায়যে। যে ব্যক্তি সে সংখ্যার বশেী তারাবী পড়ে তার কঠোর বরিোধতিা করনে এবং বলনে যে, সে গুনাহগার ও সীমালঙ্ঘণকারী।

এই দৃষ্টভিঙ্গি যে ভুল এতে কোন সন্দহে নইে। কভিাবে সে ব্যক্তি গুনাহগার বা সীমালঙ্ঘণকারী হবে যখোনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতরে সালাত (কয়িামুল লাইল) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তনিি বলছেলিনে:“দুই রাকাত দুই রাকাত।” তনিি তো কোন সংখ্যা নর্দিষ্টি করে দনেনি। এ কথা সবারই জানা আছে যে,যইে সাহাবী রাতরে সালাত সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রশ্ন করছেলিনে, তনিি রাতরে নামাযরে সংখ্যা জানতনে না। কারণ যনিি সালাতরে পদ্ধতইি জাননে না,রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে তার না-জানবারই কথা। আর তনিি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবেকও ছলিনে না যে আমরা এ কথা বলব- তনিি রাসূলরে বাসার ভতিররে আমল কি সটো জানতনে। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সইে সাহাবীকে কোন সংখ্যা নর্দিষ্টি করে দনেনি, শুধু সালাতরে পদ্ধতি বর্ণনা করছেনে,এতে জানা গলে যে, এ বষিয়টি উন্মুক্ত। সুতরাং যে কউে ইচ্ছা করলে ১০০ রাকাত তারাবীর নামায ও ১ রাকাত বতিরি নামায আদায় করতে পারনে।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বাণী :

صلوا كما رأيتموني أصلي

"তোমেরা আমাকে যভোবে সালাত আদায় করতে দখেলে সভোবে সালাত আদায় কর।"

এই হাদসিটরি বধিান সাধারণ নয়; এমনকি এ মতাবলম্বীদরে নকিটও নয়। তাই তো তারা কোন ব্যক্তরি উপর একবার ৫ রাকাত,একবার ৭ রাকাত, অন্যবার ৯ রাকাত বতিরি আদায় করা ওয়াজবি বলনে না। আমরা যদি এ হাদসিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করি তাহলে আমাদরেকে বলতে হবে যে বতিরিরে নামায কোনবার ৫ রাকাত, কোনবার ৭ রাকাত এবং কোনবার ৯ রাকাত আদায় করা ওয়াজবি। বরং “তোমেরা আমাকে যভোবে সালাত আদায় করতে দখেলে সভোবে সালাত আদায় কর”-এ হাদসি দ্বারা সালাত আদায়রে পদ্ধতি বুঝানো উদ্দশ্যে; সালাতরে রাকাত সংখ্যা নয়। তবে রাকাত সংখ্যা নর্দিষ্টি করে এমন অন্য কোন দলীল পাওয়া গলেে সটো ভন্নি কথা।

যাই হোক, যে বষিয়ে শরয়িতে প্রশস্ততা আছে সে বষিয়ে কারো উপর চাপ প্রয়োগ করা উচতি নয়। ব্যাপারটি এ পর্যন্ত

গড়য়িছে যে, আমরা দখেছে িকছু ভাই এ বষিয়টি নয়িে এত বশে িবাড়াবাড়ি করনে যে, যসেব ইমাম ১১ রাকাতরে বশে িতারাবী নামায পড়নে এরা তাদরে উপর বদিআতরে অপবাদ দনে এবং (১১ রাকাতরে পর) মসজদি ত্যাগ করনে। এতে করে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণতি সওয়াব থকেে বঞ্চতি হন। তনি িবলছেনে: "ইমাম নামায শষে করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি ইমামরে সাথে কয়িামুল লাইল (রাতরে নামায) পড়বে তার জন্য সম্পূর্ণ রাতে নামায পড়ার সওয়াব লখো হবে।"[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে তরিমযিি (৮০৬) এবং 'সহীহুত তরিমযিি গ্রন্থে (৬৪৬)আলবানী হাদসিটকিে সহীহ্ আখ্যায়তি করছেনে] এ শ্রণেীর লোকদরে মধ্যে অনকেে ১০ রাকাত বতিরি আদায় করে বসে থাকে; ফলে কাতার ভঙ্গ হয়। আবার কখনও তারা কথাবার্তা বলে; যার ফলে মুসল্লদিরে সালাতে অসুবধিা হয়।

আমরা এ ব্যাপারে কোন সন্দহে পোষণ করছ িনা যে তাঁরা ভাল চাচ্ছনে এবং এক্ষত্রেে তাঁরা মুজতাহদি; কন্িতু সব মুজতাহদি সঠকি সদ্ধিান্তে পৌঁছনে না।

আর দ্বতিীয় পক্ষটি প্রথম পক্ষরে সম্পূর্ণ বপিরীত। যারা ১১ রাকাতরে মধ্যে তারাবীকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান— এরা তাদরে কঠোর বরিোধতিা করনে এবং বলনে যে, তুম ি ইজমা থকেে বরে হয়ে গছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেনে: "আর যে তার কাছে সত্য প্রকাশতি হওয়ার পর রাসূলরে বরিোধতিা করে এবং মুমনিদরে পথরে বপিরীত পথ অনুসরণ করে আম ি তাকে সদেকিে পরচিালতি করব যে দকিে সে অভমিুখী হয় এবং আম ি তাকে প্রবশে করাব জাহান্নামে। আর তা কতই না খারাপ প্রর্ত্যাবর্তন।"[সূরা আন-নসিা, ৪:১১৫]

তারা বলনে যে, আপনার আগে যারা অতবিাহতি হয়ছেনে তাঁরা শুধু ২৩ রাকাত তারাবীই জানতনে। এরপর তারা বপিক্ষবাদীদরে তীব্র বরিোধতিা শুরু করনে। এটাও ভুল।[আশশারহুল মুমতি (৩/৭৩-৭৫)]

যারা ৮ রাকাতরে বশে িতারাবীর নামায পড়া নাজায়যে মনে করনে তারা যে দলীল দনে সটো হলো আবু সালামাহ্ ইবনে আব্দুর রহমান এর হাদসি যাতে তনি ি আয়শো (রাদয়িাল্লাহু আনহা) কে প্রশ্ন করছেলিনে: "রমজানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত কমেন ছলি? তনি ি বললনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানে বা রমজানরে বাইরে ১১ রাকাতরে বশে ি আদায় করতনে না। তনি ি ৪ রাকাত সালাত আদায় করতনে- এর সৌন্দর্য ও দর্ঘৈ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবনে না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত)। এরপর তনি ি আরো ৪ রাকাত সালাত আদায় করতনে-এর সৌন্দর্য ও দর্ঘৈ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবনে না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত)। এরপর তনি ি ৩ রাকাত সালাত আদায় করতনে। আম ি বলতাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনা ি কি বতিরি পড়ার আগে ঘুময়িে যাবনে?" তনি ি বলতনে: "হে আয়শো! আমার চোখ দুটি ঘুমালওে অন্তর ঘুমায় না।"[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে ইমাম বুখারী (১৯০৯) ও ইমাম মুসলমি (৭৩৮)]

তারা বলনে: এই হাদসিটি নর্দিশে করছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে ও রমজানরে বাইরে রাতরে বলো নয়িমতি এভাবইে সালাত আদায় করতনে। আলমেগণ এ হাদসি দয়িে দলীলরে বপিক্ষে বলনে যে, এই হাদসিটি রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আমল সাব্যস্ত করছে। কন্িতু কোন আমল দ্বারা তো ওয়াজবি সাব্যস্ত করা যায় না।

আর রাতরে সালাত (এর মধ্যে তারাবীর নামাযও শামলি) যে কোন সংখ্যার মধ্যে সুনর্িদষ্টি নয় এ ব্যাপারে বর্ণতি স্পষ্ট দলীলগুলোর মধ্যে একটি হলো ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদসি- "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতরে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: "রাতরে সালাত দুই রাকাত, দুই রাকাত। আপনাদরে মধ্যে কউে যদি ফজররে ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা করনে তবে তনিি যনে আরো এক রাকাত নামায পড়ে ননে। যাতে করে এ রাকাতটি পূর্বে আদায়কৃত সংখ্যাকে বতিরি (বজেোড়) করে দয়ে।"[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে,ইমাম বুখারী (৯৪৬)ও ইমাম মুসলমি (৭৪৯)]

বভিন্নি গ্রহণযোগ্য ফকি্বহী মাজহাবরে আলমেগণরে মতামতরে দকিে দৃষ্টি দলিে পরষ্কিার হয় য, এ বষিয়ে প্রশস্ততা আছে। ১১ রাকাতরে অধকি রাকাত তারাবী পড়তে দোষরে কছিু নইে।

হানাফী মাজহাবরে আলমে ইমাম আস্সারখাসী বলনে: "আমাদরে মতে বতিরি ছাড়া তারাবী ২০ রাকাত ।"[আল্মাবসুত (২/১৪৫)]

ইবনে ক্বুদামাহ বলনে: "আবু-আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইমাম আহমাদ (রাহমিাহুল্লাহ) এর কাছে পছন্দনীয় মত হলো তারাবী ২০ রাকাত। এই মতে আরো রয়ছেনে ইমাম ছাওরী, ইমাম আবু-হানীফা ও ইমাম শাফয়েী। আর ইমাম মালকে বলছেনে: "তারবীহ ৩৬ রাকাত।"[আলমুগনী (১/৪৫৭)]

ইমাম নববী বলছেনে:

"আলমেগণরে ইজমা অনুযায়ী তারাবীর সালাত পড়া সুন্নত। আর আমাদরে মাজহাব হচ্ছ- তারাবীর নামায ১০ সালামে ২০ রাকাত। একাকী পড়াও জায়যে, জামাতরে সাথে পড়াও জায়যে।"[আলমাজমূ (৪/৩১)]

এই হচ্ছে তারাবী নামাযরে রাকাতরে সংখ্যার ব্যাপারে চার মাজহাবরে অভমিত। তাঁদরে সবাই ১১ রাকাতরে বশেী পড়ার ব্যাপারে বলছেনে। সম্ভবত য কারণে তাঁরা ১১ রাকাতরে বশেি পড়ার কথা বলছেনে সটো হলো:

১.তাঁরা দখেছেনে য, আয়শো (রাদয়িাল্লাহু আনহা) এর হাদসি নর্িদষ্টি কোন সংখ্যা নর্িধারণ করে না।

২.পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবয়েীগণরে অনকেরে কাছ থকেে ১১ রাকাতরে বশেি তারাবী পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।[আল-মুগনী (২/৬০৪)ও আল-মাজমূ (৪/৩২)]

৩.নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য ১১ রাকাত সালাত আদায় করতনে তা এত দীর্ঘ করতনে য এতে পুরো রাত লগেে যতে। এমনও ঘটছে এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদরেকে নয়িে তারাবীর সালাত আদায় করতে করতে ফজর হওয়ার অল্প কছিুক্ষণ আগে শষে করছেলিনে। এমনকি সাহাবীগণ সহেরী খতেে না-পারার আশঙ্কা

করছেলিনে। সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে পছিনে সালাত আদায় করতে পছন্দ করতনে এবং এটা তাঁদরে কাছে দীর্ঘ মনে হত না। কন্িতু আলমেগণ খয়োল করলনে ইমাম যদি এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত আদায় করনে তবে মুসল্লদিরে জন্য তা কষ্টকর হবে। যা তাদরেকে তারাবীর নামায থকেে বমিুখ করতে পার। তাই তাঁরা তলোওয়াত সংক্ষপ্তি করে রাকাত সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে মত দলিনে।

সার কথা হলো- যনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণতি পদ্ধততিে ১১ রাকাত সালাত পড়নে সটো ভাল এবং এতে সুন্নাহ পালন হয়। আর যনিি তলোওয়াত সংক্ষপ্তি করে রাকাতরে সংখ্যা বাড়য়িে পড়নে সটোও ভাল। যনিি এই দুইটরি কোন একটি করনে তাঁকে নন্িদা করার কছিু নইে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযাহ বলছেনে:

“যনিি ইমাম আবু হানীফা শাফয়েী ও আহমাদরে মাজহাব অনুসারে ২০ রাকাত তারাবী সালাত আদায় করল অথবা ইমাম মালকেরে মাজহাব অনুসারে ৩৬ রাকাত তারাবী আদায় করল অথবা ১৩ বা ১১ রাকাত তারাবী আদায় করল প্রত্যকেইে ভাল আমল করল। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নর্িদশেনা না থাকার কারণে ইমাম আহমাদ এ মতই পোষণ করতনে। তাই তলোওয়াত দীর্ঘ বা সংক্ষপ্তি করার অনুপাত অনুযায়ী রাকাত সংখ্যা বশেি বা কম হব।ে”[আল-ইখতয়িারাত, পৃষ্ঠা- ৬৪]

আস-সুয়ুতী বলছেনে:

“রমজানে ক্বয়িাম তথা রাতরে নামায আদায় করার আদশে দয়িে ও এ ব্যাপারে উৎসাহতি করে অনকে সহীহ ও হাসান হাদসি বর্ণতি হয়ছে।ে এক্ষত্রেে কোন সংখ্যাকে সুনর্িদষ্টি করা হয়ন।ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০ রাকাত তারাবী পড়ছেনে বলে সাব্যস্ত হয়ন।ি বরং তনিি রাতে সালাত আদায় করছেনে। কন্িতু কত রাকাত আদায় করছেনে এই সংখ্যা উল্লখেতি হয়ন।ি এরপর ৪র্থ রাতে দরেি করলনে এই আশঙ্কায় য ে তারাবীর সালাত তাঁদরে উপর ফরয করে দয়ো হতে পার,ে পরে তাঁর উম্মত তা পালন করতে অসমর্থ হবনে।”

ইবনে হাজার হাইসামী বলছেনে:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছ থকেে তারাবীর সালাত ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়ন।ি আর এই ব্যাপারে যা বর্ণতি হয়ছে-ে “তনিি ২০ রাকাত সালাত আদায় করতনে; তা অত্যন্ত জয়ীফ (দুর্বল)।”[আল্মাওসূ‘আহ আল-ফক্বিহয়িযাহ (২৭/১৪২-১৪৫)]

অতএব প্রশ্নকারী ভাই, আপনি তারাবীর সালাত ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে অবাক হবনে না। কারণ এর আগে ইমামগণ প্রজন্মরে পর প্রজন্ম তা পালন করছেনে। আর তাঁদরে সবার মধ্যইে কল্যাণ রয়ছে।ে

আল্লাহই সবচয়ে ভাল জাননে।